অপরাজিতার আকাশ

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

জনছবি প্রকাশন

মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে।

কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারি আশ্বাসে।

অপরাজিতার আকাশ

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

জনছবি প্রকাশন

অপরাজিতার আকাশ

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, ব্লক-বি, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ করিম

ISBN : 978-984-94525-3-9

মূল্য ২২৫ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট), ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭

Copyright @ Author

Aparajitar Aakash by **Sanjoy Mukherjee**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka. Published in Ekushye Boimela 2020,
Price Taka 225, US $ 6

উৎসর্গ

সকল

অ প রা জি তা-কে

॥ এক ॥

সত্যি করে বলো, মেয়েটা কে? কবে থেকে পরিচয় তার সাথে? কী এমন সখ্য? আমি জানি না কেন? ভাবছ কিছুই জানতে পারব না, বুঝতে পারব না! তোমার কেন এই অধঃপতন? জানতেই হবে আমাকে। উত্তর দাও। সাতসকালে ফোনে এমন করে এতগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে বুঝতেই পারেনি আকাশ। এমনিতেই ফার্মগেটের ট্র্যাফিক জ্যামে দাঁড়িয়ে প্রায় সোয়া ঘণ্টার মত। অফিস সময় পেরিয়ে গেছে আগেই। এখন পৌনে এগারোটা। মোহাম্মদপুর থেকে ডাবল ডেকারে চেপেছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। আজ বনানী বা টঙ্গীর দিকে পরিবহন শ্রমিক অসন্তোষের কারণে কোনো বাস চলাচল করছে না বলে এই অবস্থায় পড়েছে সে। ট্র্যাফিক জ্যামে বসে থাকতে-থাকতে একটু ঝিমুনি এসেছে মাত্র। এর মধ্যেই কানে অপরাজিতার বিরতিহীন মধুবর্ষণ! কথাগুলো শুনে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবারও 'আমি কেমন করে তোমাকে সহ্য করছি ভাবতেও অবাক লাগে আমার। ভেবেছ আমি পোস্টগুলো পড়ি না? দেখা হয় না, কথা হয় না বলে

নজরদারি কমে গেছে? এটা যদি ভেবে থাকো তবে ভীষণ ভুল করছ। যা বলেছি তার উত্তর দাও।'

এতক্ষণে বিষয়টি পরিষ্কার হলো আকাশের কাছে। গতকাল ফেসবুকে যে পোস্টটি দিয়েছে, সেটির সত্যিকার পাঠক রিফ্লেকশন হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে আজ। অথচ এ পর্যন্ত লাইকস্ পড়েছে প্রায় দুশ', যার মধ্যে লাভ ইমো একশ' আঠারোটা। সবই নারী পাঠক। তবে অপরাজিতার এমন রিফ্লেকশন তো সব অর্জন ধুলোয় মিশিয়ে দিলো। ফোনে উত্তর করল সে, হুমম, শুনছি বলো।

- শুনছি বলো, মানে কী? এত সময় শুনতে পাওনি কিছু? নাকি শুনতেই চাও না?

- আমি গাড়িতে আছি।

- তো কী হয়েছে? মাথা কিনে নিয়েছ?

আকাশ বুঝতে পারে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে অপরাজিতাও অফিসে কোনো কারণে ক্ষিপ্ত আছে। কাজেই ধৈর্য নিয়ে কথা বলা শুরু করল সে।

- গাড়ি ট্র্যাফিক জ্যামে। প্রায় দুঘন্টা।

- ট্র্যাফিক জ্যাম তো নতুন কিছু নয়। আমি যা বলেছি, সেটার উত্তর করছ না কেন?

- শুনতে পাইনি তো। চারদিকে অনেক কোলাহল।

- আমি কথা বললেই কোলাহল মনে হয়? তাই তো?

- আরে না বাবা। আসলেই শুনতে পাইনি।

- শুনতে পেয়েছ কিন্তু বুঝতে পারোনি–এটা বলো। তোমার তো বাংলা ভুল হবার কথা নয়। উত্তর করতে গিয়ে এমন গুলিয়ে ফেলছ কেন? কী হয়েছে তোমার? ওই নির্দিষ্ট

তারিখ নিয়ে কেন এমন লেখা পোস্ট করেছ? কে মেয়েটা? তোমাকে কফিতে চিনি মিশিয়ে খাওয়ায়! শপিংয়ে নিয়ে যায়! কানে-কানে শুভ জন্মদিনের উইশ করে! কে সে? কী সম্পর্ক তার সাথে? আমি জানতে চাই পরিষ্কার।

- উফ্! কল্পনায় তো কতকিছু লিখি। সব লেখাকে সত্যি ধরে নাও কেন?

- শোনো। তুমি যে কী, আমার থেকে ভালো আর কে জানে? কাজেই গোঁজামিল দিয়ে কিছু বুঝানোর চেষ্টা একদম করবে না।

- ও কে! ও কে! বাবা। তুমি অফিস থেকে কটায় বের হচ্ছো আজ? দেখা করো। তখন বলব সব।

- না। আমি বের হচ্ছি না। কখনই আর বের হব না।

তবে মনে রেখো, এর পরিণাম কিন্তু ভালো নয়।

- ফোন রেখো না। শোনো–

- তোমার সাথে কোনো কথাই নয় আর।

বলতে-বলতে ফোন কেটে দিল অপরাজিতা।

আকাশ বুঝতে পারল, আজ আর কোনো কথা হবে না অপরাজিতার সঙ্গে। ফোন করলেও ধরবে না আর, যদি তার মর্জি না হয়।

অপরাজিতা এই নিয়ে গত এক মাসে দু-দুবার ফোন করেছে আকাশকে। গত মাসে একসাথে বেড়াতে গিয়ে নিজেদের ভুল বুঝাবুঝির জন্যে সেই যে ফিরে আসা, তারপর থেকে কেউ কারো সাথে দেখা করেনি ওরা। মেসেঞ্জারে দু-একটা কথা চালাচালি হয়েছে, এই যা। আকাশ এমনিতেই খুব স্থির। ওর ভিতরটা ভীষণ ভালো পড়তে পারে

অপরাজিতা। গত এক মাস ধরে সে গোটা বারো পোস্ট দিয়েছে, যার প্রায় প্রত্যেকটাই কোনো না কোনোভাবে তাকে নিয়ে লেখা। কিন্তু গত সপ্তায় কয়েকটা লেখা পোস্ট হয়েছে, যেখানে অপরাজিতা বুঝতে পারছে–আকাশের বুকে যাযাবরী মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আর এটা যদি এখনই বন্ধ করা না যায়, তবে পুরুষ জাতির মহানুভবতা বাড়তে থাকবেই। এটি নিশ্চিত। তখন সেটা আরও বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াবে তার জন্য। "আরে বাবা, ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে তো মিটিয়ে ফেল্। এটাকে প্রলম্বিত করার কী দরকার! তা না করে বুকের বিশালতা বাড়িয়ে যাচ্ছে। নাহ্! এর একটা বিহিত হতেই হবে"–নিজের মনে নিজেই বলতে থাকে অপরাজিতা। তারপর অফিসের কাজে মন দেয়।

আকাশের আজ মন বসছে না কাজে। বেলা বারোটায় অফিসে ঢুকেছে আজ। এমন আনঅথোরাইজড্ ডিলেইর জন্য নিজের কাছেই খারাপ লাগছে; তাই ভাবছে–একটা হাফ-ডে লিভ সাবমিট করে দেবে। কিন্তু অপরাজিতার কথাটা কিছুতেই মাথা থেকে যাচ্ছে না ওর। গত এক মাস ধরে মুখোমুখি হয়নি ওরা। একসাথে বেড়াতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কারণে এমনটা হয়েছে। যদিও অপরাজিতা স্যরি বলেছে কয়েকবার। তবুও দুজনের কেউই এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। অপরাজিতা তার স্বভাববশত আচরণ মাঝে-মধ্যেই করে ফেলছে। সেই আগের মত খবরদারি করার অভ্যাসটা রয়েই গেছে। কিন্তু আকাশ নিজে খুব ধীর-স্থির। বুঝতে চেষ্টা করছে, কেন এমন হলো।

চুপচাপ সময়ের চলে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করছে সে। জানে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে মানুষের ভাবনায়ও পরিবর্তন আসে। তাই নিঃসঙ্গতা কাটাতে নিজের কল্পনাশক্তিকে আরও বেশি প্রখর রাখতে সংলাপধর্মী কবিতাকে এক্সপেরিমেন্টাল হিসেবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করার প্রয়াস নিয়েছে মাত্র। সবে গোটা দশ-বারো লিখেছে গত এক মাসে। আর সেই লেখাকে কেন্দ্র করেই এমন ঘটনার সূচনা। তো ভালোই হলো। মেসেঞ্জারে কথোপকথন বাস্তবেও প্রতিফলিত হলো। অন্তত অপরাজিতার কণ্ঠটা শুনে ভালোই লাগল। এখনও নজরদারি ছাড়েনি তাহলে। আর আকাশ তো এটাই মনেপ্রাণে চেয়েছে সবসময়ই। সে গুন-গুন করতে থাকে তার নতুন কোনো কবিতার শব্দমালা–

অন্তত কেউ একজন থাকুক ঘিরে
চারপাশে তার
যে সারাক্ষণ করবে নজরদারি
যে ভাববে তাকেই শুধু,
আর কেবলই রবে তারই
ভুলগুলো ধরবে আর
শুধরে দেবে বারংবার...
অন্তত কেউ একজন থাকুক
এমনই করে চারপাশে তার।

বাহ! বাহ! নিজের এমন তাৎক্ষণিক রচনায় নিজেই মুগ্ধ হয় আকাশ। ভাবে কবিতাটা এখনই পোস্ট করা দরকার। অন্তত সকালের রাগটা কিছুটা প্রশমিত হওয়া চাই। আর কোনোকিছু চিন্তা না করেই ফেসবুকে কবিতার লাইনগুলো পোস্ট দিয়েই বুঝতে পারল কিছু একটা ভুল করেছে। আবার

এডিটে গিয়ে ঠিক করে দেখল শব্দমালা ঠিক আছে কি-না। তারপর নিজে একটা হ্যাশট্যাগ দিল। এবার ভুলে যাওয়া বিষয়টা মানে কাব্য রচনার তারিখটা অ্যাড করল। জানে এটাই চোখে পড়ার একটা বড় ক্লু হবে নির্দিষ্ট পাঠকের জন্য। ভাগ্যিস ফেসবুকও সাপোর্টিভ হয়েছে অনেক। না হলে আগে এডিট করলে দেখা যেত এডিটেড। এখন তা নেই। হাজারবার এডিট করলেও মনে হয় আনকোরা–নতুন। সত্যিই ডিজিটালি মানুষ কত সুবিধা ভোগ করছে! এসব ভাবতে-ভাবতে আবার অফিসের ডেস্কে মন দেয় সে। বুঝতেই পারে না লাঞ্চ টাইম পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই।

স্যার, লাঞ্চ।

চোখ তুলে তাকাতেই দেখে মিলন দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই মিষ্টি হেসে বলে, স্যার আসেন। সবাইতো খেয়ে চলে গেছে। আপনিই শুধু বাকি।

মিলন, এই নামটা মনে হতেই একটা ভালোলাগা অনুভব হয় আকাশের। এই শব্দটাকে ঘিরে মানুষের কত আর্তি। কত বিরক্তি। কত প্রত্যাশা। কত হতাশা। কত আনন্দ।

আচ্ছা মিলন, শোনো।

- জি স্যার।

- তুমি কতদিন ধরে আছ এখানে?

- জি স্যার। পনেরো বছর। কেন স্যার?

- এই যে পনেরো বছর ধরে রান্না করছ, তোমার কেমন লাগে?

- জি স্যার, ভালো। ভালোই লাগে। একটা জিজ্ঞাসা আছে স্যার। করব?

- হ্যাঁ। বলো।